উন্নয়নের গনতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৫ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	জনাব আনিসুল হক **মাননীয় মেয়র** ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	:	১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ ২৯ মে ২০১৭
সময়	:	সকাল ১১.০০ টা
স্থান	:	উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার (বাড়ী নং-২০, রোড নং-১৩/ডি, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০)

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

সভার সভাপতি মাননীয় মেয়র উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন ডিএনসিসি ছোট বড় প্রায় ৩০ টি প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে যা ডিএনসিসি'র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্বভার গ্রহণের আড়াই বছর অর্থাৎ আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। এর মধ্যে বনানী কবরস্থান আধুনিকায়ন করা হচ্ছে, ১১টি U-Loop তৈরীর কাজ সম্পাদিত হচ্ছে, তেজগাঁও সাতরাস্তায় প্রায় ১.৫ কিলোমিটার এলাকায় ৫০০ শিল্পী দিয়ে পেইন্ট করা হবে যাতে মুক্তিযুদ্ধের আবহ তৈরী হয়, ইতোমধ্যে বনানী-১১ নম্বর রোডে পেইন্ট করা হয়েছে, বনানী সুপার মার্কেট এর কাজ ডিসেম্বরে শেষ হবে, আমিন বাজার ৫২-৫৩ একর জমি রয়েছে এর মধ্যে ২৫-২৬ একর রাস্তা এর মধ্যে ১২-১৩ একর জমি অতিদ্রুত ডিএনসিসির আওতায় নিয়ে নেয়া হবে, DPP এর মাধ্যমে দুটি মার্কেটে কাজ করানো হচ্ছে; কাজ শেষ হলেই, করওয়ান বাজার স্থানান্তরিত করা হবে, যার ফলে কারওয়ান বাজারে আরো ৬-৭ বিঘা জমি ডিএনসিসি'র আওতায় চলে আসবে। এয়ারপোর্ট রোডে প্রায় ৩.৫ কিলোমিটার ওয়াল রিপ্লেস করে গ্রিল দেয়া হবে, প্রগতি স্বরনীতে বারিধারার পাশের ওয়াল রিপ্লেস করা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত ওয়াল ভেঙ্গে গ্রীল করা হবে। ঢাকা শহরে ৪০০০ বাস নামানো হবে, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সাথে ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও ৭-৮টি পার্কে কাজ করা হচ্ছে; কিছু কাজ বুয়েট কর্তৃক সম্পাদন করা হবে, বাকী কাজের জন্য টেন্ডারের মাধ্যমে কন্সালটেন্ট নিয়োগ করা হবে। রাস্তায় LED লাইট স্থাপনের জন্য ৬-৭ টি কোম্পানীর সাথে আলোচনা চলছে। চায়নার তৈরী LED লাইটের পরিবর্তে কম মূল্যে উন্নতমানের ইউএসএ/ইউরোপিয়ান LED লাইট স্থাপন করা হবে; যা দীর্ঘমেয়াদী ও স্বাস্থ্যবান্ধব। মরিয়ম টাওয়ারের পিছনের রাস্তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। শাহজাদপুরে একটি রাস্তা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা রাজউক কর্তৃপক্ষ পূর্বে সমাধান করার চেষ্টা করেছিলো। বিহারীদের ৫০ বছরের পুঞ্জীভূত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে, অচিরেই বিহারীদের এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে বলে সভাপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বর্তমানে রাস্তা উন্নয়নের কাজ সবচেয়ে বেশী হচ্ছে- মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায়। সভাপতি আরো বলেন, ডিএনসিসি এলাকায় ২০১৮ সালের পর নতুন কোন রাস্তার কাজ করতে হবে না। ডিএনসিসি কর্তৃক বেশ কিছু বড় বড় উচ্ছেদ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪তলা বিশিষ্ট ভবনও রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন এ্যাম্বাসীর দখলকৃত ফুটপাথ অবমুক্ত করে জনসাধারণের চলাচল উপযোগী করা হয়েছে। অতঃপর সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভার সভাপতি মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	বিগত ০৩/০৪/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৪তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে	বিগত ০৩/০৪/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৪তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করার জন্য আলোচনা	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ০৩/০৪/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৪তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/ পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান ও ১৪তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় তুলে ধরেন। এ বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ১৪তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণে উপস্থিত সকলে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।	
০২.	১৪তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত	১৪তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন।	আগামী অক্টোবর/ নভেম্বর ২০১৭ মাসে কক্সবাজার	• সচিব

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বাস্তবায়নের অগ্রগতি	সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে নিয়ে কুমিল্লা বার্ডে অথবা কক্সবাজার বিয়াম-এ স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষনের আয়োজন সম্পর্কিত আলোচনায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে, উষ্ম আবহাওয়া জনিত কারনে প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা আপত স্থগিত রয়েছে। আগামী অক্টোবর/নভেম্বর ২০১৭ মাসে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে মর্মে উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ঐক্যমত্য পোষণ করেন।	বিয়াম-এ সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের জন্য ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।	
০৩.	রমজানের পবিত্রতা রক্ষা সংক্রান্ত	রমজান মাসের পবিত্রতা রক্ষায় করণীয় নির্ধারনসহ ডিএনসিসি'র এলাকাধীন সকল বাজারের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজালমুক্ত খাদ্য, যানজট নিরসন, রাস্তা ও ফুটপাথ হতে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ বিষয়ে গত ২৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা হয়ঃ • রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল বিরোধী ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা স্যানিটারি ইনসপেক্টরদের তৎপরতা পর্যালোচনা • মশক নিধন কার্যক্রম, ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া প্রতিরোধে করণীয়/গৃহীত ব্যবস্থা • রমজান মাসে ট্রাফিক জ্যাম সহনীয় রাখা, সড়ক খনন, উন্নয়ন কার্যক্রম ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত আলোচনা • আইন বিভাগের সামগ্রিক অগ্রগতি • পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিশেষ কার্যক্রম • বিলবোর্ড অপসারন, পোস্টার-দেয়াল লিখন অপসারণ কার্যক্রম • ডিএনসিসি ও এফএওর মাধ্যমে প্রদান করা ফুডকার্টগুলোর কার্যক্রম পর্যালোচনা • হকারদের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বর্ণিত সভার কার্যবিবরণী বিস্তারিতভাবে সভায় উপস্থাপন করেন। ওয়ার্ড-৩ এর সম্মানিত কাউন্সিলর কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক, প্রতিটি ওয়ার্ডে DNCC থেকে ভেজালমুক্ত ফলের স্টল দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। ওয়ার্ড-২৩ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোস্তাক আহমেদ, যে সকল কাউন্সিলর ফলের স্টল দিতে আগ্রহী তারা যাতে DNCC এর লোগো ব্যবহার করে স্টল দিতে পারে সে বিষয়ে তিনি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত অধিকাংশ কাউন্সিলর এই প্রস্তাবের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। ওয়ার্ড-৩১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম বর্জ্য অপসারণ বিষয়ে বলেন, বর্তমানে আম, কাঠাল ও লিচুর মৌসুমের জন্য বর্জ্য বেশী হচ্ছে। এই বর্জ্য অপসারণের জন্য পর্যাপ্ত গাড়ীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি বলেন, আগামী মাসে জাইকা ডিএনসিসি'কে ১০ টি গাড়ী প্রদান করবে, যার ফলে এই সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে। ওয়ার্ড-২১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ ওসমান গনি রাস্তা উন্নয়ন কাজের প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর ওয়ার্ডে রাস্তা উন্নয়নের কাজ চলছে। কিন্তু ডিএনসিসি নির্বাহী প্রকৌশলী তার সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ করেন নি। তিনি আরো বলেন, যে হারে কাজ চলছে তাতে আগামী ১ মাসেও কাজ শেষ হবে না অথচ ইতোমধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা। সংরক্ষিত আসন-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর শাহনাজ পারভীন, রাস্তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সকল রাস্তার পাশের জমি নীচু সেসকল রাস্তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাস্তার সাইটে ১০" ওয়াল না করে RCC ওয়াল করে রাস্তা উন্নয়ন করার দাবী জানান। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে ২৩/০৫/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের ঐক্যমত্য পোষণ করেন। সভাপতি, বাজারে Price Fixation Chart ঝুলিয়ে	১। রমজান মাসের পবিত্রতা রক্ষায় ডিএনসিসি'র এলাকাধীন সকল বাজারের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজালমুক্ত খাদ্য, যানজট নিরসন, রাস্তা ও ফুটপাথ হতে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ বিষয়ে গত ২৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত বিভিন্ন কমিটি গঠনের অফিস আদেশ সচিব দপ্তর হতে জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ বাজারে Price Fixation Chart ঝুলিয়ে আগামী ৩ দিনের মধ্যে ছবিসহ মাননীয় মেয়র ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর রিপোর্ট পেশ করবেন।	• সচিব • সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		আগামী ৩ দিনের মধ্যে ছবিসহ মাননীয় মেয়র ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর প্রতিবেদন পেশ করার জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।		
০৪.	কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ সংক্রান্ত	উল্লেখিত কার্যপত্রে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকায় পবিত্র ঈদুল আযহা ২০১৭ উপলক্ষ্যে পশু হাটের বর্জ্য ও ঈদুল আযহা পরবর্তী বর্জ্য, রক্ত ও অন্যান্য আবর্জনা অপসারণ কাজ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি চেকলিস্টসহ অগ্রীম কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনায় বিভাগ/শাখা ভিত্তিক কাজের সময় নির্ধারণ পূর্বক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। উক্ত কর্ম বন্টন অনুযায়ী পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলে, কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ কাজ সুষ্ঠভাবে অপসারণ করা সম্ভব হবে মর্মে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে গত ২৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০০.১২.০০. ০৯৭.২০১৭.৬৮৯ মোতাবেক একটি পত্র জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা/২০১৭ উপলক্ষ্যে "নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই নিশ্চিতকরণ" এর লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত গত ২৩/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৪ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। কার্যবিবরণীটি সম্পত্তি বিভাগ থেকে গত ০২/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.১০.০০০০.০২০.০০.৩৯০.১৭ সংখ্যক স্মারকে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হয়। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকায় ঈদুল আযহা ২০১৭ উপলক্ষ্যে পশু হাটের বর্জ্য ও ঈদুল আযহা পরবর্তী বর্জ্য, রক্ত ও অন্যান্য আবর্জনা অপসারণ কাজ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে একটি চেক লিস্ট এবং একটি অগ্রিম কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকায় ঈদুল আযহা ২০১৭ উপলক্ষ্যে পশু হাটের বর্জ্য ও ঈদুল আযহা পরবর্তী বর্জ্য, রক্ত ও অন্যান্য আবর্জনা অপসারণ কাজ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক তৈরীকৃত চেক লিস্ট ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার বিষয়ে এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা/২০১৭ উপলক্ষ্যে "নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই নিশ্চিত করণ" এর লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত গত ২৩/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কার্য বিবরণী অনুয়ায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।	১। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আওতাধীন এলাকায় ঈদুল আযহা ২০১৭ উপলক্ষ্যে পশু হাটের বর্জ্য ও ঈদুল আযহা পরবর্তী বর্জ্য, রক্ত ও অন্যান্য আবর্জনা অপসারণ কাজ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক তৈরীকৃত চেক লিস্ট ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা/২০১৭ উপলক্ষ্যে "নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই নিশ্চিত করণ" এর লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত গত ২৩/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র সভাপতিত্বে ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী (সম্পত্তি বিভাগ থেকে গত ০২/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.১০.০০০০.০২০.০০.৩৯০.১৭ সংখ্যক স্মারকে বিতরণকৃত) অনুয়ায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	• সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) • সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান • আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)
০৫.	ডিএনসিসি'র মেডিকেল টিম কর্তৃক ঘোষিত কর্মে অক্ষম ৫৯ বৎসরের নীচে ১৯ জন স্কেলভূক্ত মাস্টাররোল কর্মীদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিগত ২৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.২০৭.০০৬.০৩.০০.২৪৩৮.২০১৫-১১০২ নম্বর স্মারকে ৫৯ বছরের কম স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি মেডিকেল টিম/কমিটি গঠন করা হয়। সে মোতাবেক ৫৯ বছরের কম স্কেলভূক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মহোদয় প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন। প্রতিবেদন দৃষ্টে দেখা যায় যে, ৭২৮ জন কর্মীর মধ্যে ৭০৯ জনের কাজ করার সক্ষমতা রয়েছে। ১৯ জন কর্মীর স্বাভাবিক কাজ করতে শারীরিক সামর্থ্যের ঘাটতি রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয় যে, সিটি কর্পোরেশনে তথা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে চাকুরী করার জন্য শারীরিক সামর্থ্যের কোন নির্ধারিত মানদন্ড নেই। যার জন্য শারীরিক অসামর্থতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপণা কর্মকর্তার মতামত চাওয়া হলে, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা জানান, উল্লেখ্য ১৯ জন কর্মীর মধ্যে ১৬ জন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের এবং ৩ জন প্রকৌশল বিভাগের কর্মচারী। তিনি	১। ডিএনসিসিতে কর্মরত ৫৯ বছরের নীচে কিন্তু কাজ করতে অক্ষম স্কেলভূক্ত মাস্টাররোল কর্মীদের অপসারণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। ডিএনসিসিতে কর্মরত ৫৯ বছরের নীচে কিন্তু কর্মক্ষম স্কেলভূক্ত মাস্টাররোল কর্মীদের মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে কি হারে আর্থিক সুবিধা দেয়া যায়, সে বিষয়ে অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি একটি প্রস্তাবনা পেশ করবেন।	• অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি • সচিব

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		আরো জানান, সহকারী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের তালিকা অনুযায়ী এরূপ অক্ষম বা বদলী দিয়ে কাজ করানোর সংখ্যা আরো অনেক বেশি। এ ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা যায়। ডিএনসিসি'র মেডিকেল টিম কর্তৃক ঘোষিত কর্মে অক্ষম ৫৯ বৎসরের নীচে ১৯ জন স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মীদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের মতামত চাওয়া হলে, উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ডিএনসিসিতে কর্মরত ৫৯ বছরের নীচে কিন্তু কাজ করতে অক্ষম স্কেলভূক্ত মাস্টাররোল কর্মীদের অপসারণ করতে হবে মর্মে মত প্রকাশ করেন। ডিএনসিসিতে কর্মরত ৫৯ বছরের নীচে কিন্তু কর্মক্ষম স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মীদের মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে কি হারে আর্থিক সুবিধা দেয়া যায়, সে বিষয়ে অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে একটি প্রস্তাবনা পেশ করার জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান।		
০৬.	দৈনিক মজুরী ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বৈশাখী উৎসব ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে	স্ক্যাভেঞ্জার্স এন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কর্তৃক স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল/দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মীদের বৈশাখী উৎসব ভাতা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করেছেন। ডিএনসিসিতে ইতিপূর্বে দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মীদের ঈদ উৎসব ভাতা দেয়া হতো না। মেয়র মহোদয়ের সানুগ্রহে বর্তমানে দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মীদেরকে প্রতি ঈদে ১,৫০০/- টাকা উৎসব ভাতা দেয়া হচ্ছে। যেহেতু দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাষ্টাররোল কর্মীগণ মানব সেবায় নিয়োজিত। সেহেতু ছেলে মেয়ে নিয়ে যাতে বৈশাখী উৎসব পালন করতে পারে সে বিবেচনায় অন্য সকলের ন্যায় তারাও বৈশাখী উৎসব ভাতা পাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, শ্রমিক কর্মচারী লীগ এর সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ হারুন মিয়া একই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তাছাড়াও স্ক্যাভেঞ্জার্স এন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এর পক্ষে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ডিএনসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) পরিচ্ছন্নতা কর্মীদেরকে দুই ঈদ/বড় দিন/ দুর্গাপূজা/বৌদ্ধ পুর্নিমা উপলক্ষ্যে উৎসব ভাতা ১৫০০/- থেকে বাড়িয়ে ৫০০০/- টাকায় উন্নীত করার জন্য অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করেছেন। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সভায় উল্লেখ করেন যে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মাস্টাররোল কর্মচারীদের বৈশাখী ভাতা হিসেবে ৫০০/- টাকা করে প্রদান করেছে। মাস্টররোল কর্মচারীদের উৎসব ভাতা বৃদ্ধি করা হবে কিনা সে বিষয়ে সকলের মতামত জানতে চান। উপস্থিত সকল কাউন্সিলর ডিএনসিসিতে কর্মরত সকল মাস্টাররোল কর্মচারীকে বৈশাখী ভাতা হিসেবে ৫০০/- টাকা করে প্রদান করার বিষয়ে এবং উৎসব ভাতা বৃদ্ধি না করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।	ডিএনসিসিতে কর্মরত সকল মাস্টাররোল কর্মচারীকে বৈশাখী ভাতা হিসেবে ৫০০/- টাকা করে প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
০৭.	ডিএনসিসি'র গাড়ীতে সংযোজিত VTS (Vehicle Tracking System) লাগানো সংক্রান্ত	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন প্রকার ৬৪(চৌষট্টি)টি গাড়ীতে পরীক্ষামূলকভাবে VTS (Vehicle Tracking System) লাগানোহয়েছে। অন্যান্য গাড়ীতে VTS লাগানোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গাড়ীতে VTS লাগানোর ফলে গাড়ীর গতিবিধি, স্পিড, অতিক্রান্ত দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তীতে সব গাড়ীতে VTS লাগিয়ে প্রকৃত পক্ষে কি পরিমান জ্বালানী প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করা সহজ হবে। এতে একদিকে যেমন জ্বালানী অপচয় রোধ হবে অন্যদিকে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে জ্বালানী বিষয়ে নেতিবাচক সংবাদ বহুলাংশে হ্রাস পাবে, যা কর্পোরেশনের ভাবমূর্তি/সুনাম বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গাড়ী বহরের সকল যানবাহনের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চত করাই VTS লাগানোর উদ্যেশ্য। তিনি বলেন VTS	১। ডিএনসিসির প্রতিটি গাড়ীতে VTS (Vehicle Tracking System) লাগানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। প্রতি মাসের প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে।	• মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন)

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		লাগালে নিম্নক্তো সুবধি পাওয়া যাবে- ১. প্রতিটি গাড়ীর গতিবিধি (অবস্থান, গতি) অফিসে বসেই পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ২. কোন নির্দিষ্ট দিনে/সময়ে গাড়ীর অবস্থান/গতি পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ৩. কোন গাড়ী তার নির্দিষ্ট এলাকা সীমা অতিক্রম করেছে কিনা তা সনাক্ত করা যাবে। ৪. অধিক গতিতে চলাচলকারী গাড়ী সনাক্ত করা যাবে। ৫. নির্দিষ্ট দিনে একটি গাড়ীর চলার সময়, আইডল রানিং সময় নির্ধারণ করা যাবে। ৬. নির্দিষ্ট দিন/মাসে গাড়ীর মোট অতিক্রান্ত দুরত্ব নির্ধারন করা যাবে। ৭.নির্দিষ্ট দিনে গাড়ীর চলার রুট (ম্যাপ/টেবিল) পাওয়া যাবে। ৮. কন্টেইনার ক্লিয়ারিং প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। ৯. ট্রিপ প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। ১০. জ্বালানী ইস্যু/বিল অটোমেশন। ১১. মোট অতিক্রান্ত দুরত্বের বিপরীতে মোট জ্বালানী গ্রহণ। ১২. নষ্ট/অব্যবহৃত গাড়ীর অবস্থান ও সময়কাল। ১৩. ইঞ্জিন সার্ভিসিং/ফিটনেস সংক্রান্ত আগাম তথ্য প্রদান। ১৪. ইস্যুকৃত জ্বালানীর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গাড়ী বহরের সকল যানবাহনের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধমে জ্বালানী সাশ্রয়সহ কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চত করণের জন্য ডিএনসিসির প্রতিটি গাড়ীতে VTS (Vehicle Tracking System) লাগানোর বিষয়ে উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ঐক্যমত্য পোষণ করেন।		
০৮.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হোল্ডিং গণনা/জরীপ ও হোল্ডিং নম্বর প্লেট স্থাপন প্রসঙ্গে	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সভায় বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগ স্মারক নং-৪৬.০৭০.০৬২. ০০.০০.০৭৯.২০১১-৫৫ তারিখ- ১৬.০১.২০১৪ খ্রিঃ মূলে কয়েকটি শর্তাধিনে ডিএনসিসি এলাকায় হোল্ডিং জরীপ/গণনা ও নম্বর প্লেট স্থাপন করার লক্ষ্যে (১) প্রত্যাশা সমাজ উন্নয়ন সংঘ (২) সু সমাজ ফাউন্ডেশন ও রেডি (READI) এবং (৩) ডিজিটালটেক- এ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন শর্তে ডিএনসিসি এলাকার সকল হোল্ডিং জরীপ/গণনা ও নম্বর প্লেট স্থাপন করার জন্য ২০/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ অনুমতি প্রদান করেছে। হোল্ডিং জরীপ/গণনা ও নম্বর প্লেট স্থাপনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ (১) হোল্ডিং গণনা/জরীপ করার ফলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন বিদ্যমান সকল প্রকার স্থাপনার অর্থাৎ বাড়ী, ভবন, কল, কারখানা, মার্কেট ইত্যাদির প্রকৃত হোল্ডিং সংখ্যা নিরূপন করা সম্ভব হবে। (২) কর বহির্ভূত সকল হোল্ডিং করের (Taxation) আওতায় আসবে। (৩) সংগৃহিত তথ্য/ডাটার ভিত্তিতে সঠিক ও নিভূল কর (Tax) নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। (৪) Door to Door জরীপ কালে প্রাপ্ত তথ্যাদি/ডাটা Tax Collection Automation শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে Secondary data হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। (৫) ডিএনসিসির প্রকৃত রাজস্বের পরিমাণ নিরূপন করা সম্ভব হবে। তাতে ডিএনসিসির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে এবং ডিএনসিসি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হবে। (৬) একটি উন্নত Software প্রস্তুত করা হবে এবং হোল্ডিং এর সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হবে। (৭) খুব শীঘ্রই Tax Collection Automation প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। প্রাপ্ত ডাটা ঐ প্রকল্পে ব্যবহারের ফলে সম্মানিত কর দাতাগণ তাদের সকল তথ্যাদি Online-এ পাবেন এবং Online এর মাধ্যমে কর পরিশোধ করতে পারবেন। (৮) নম্বর প্লেট স্থাপনের ফলে প্রতিটি হোল্ডিং ও ফ্লাট খুব সহজেই সনাক্ত করা সহজ হবে। (৯) রাজস্ব বিভাগে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত হবে। ফলে নগরবাসীকে আরো অধিকতর সহজ উপায়ে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	১। ডিএনসিসি এলাকায় হোল্ডিং জরীপ/গণনা ও নম্বর প্লেট স্থাপন করার কাজের শর্ত ভঙ্গ করায় এবং ডিএনসিসি'র ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করায় (১) প্রত্যাশা সমাজ উন্নয়ন সংঘ (২) সু সমাজ ফাউন্ডেশন ও রেডি (READI) এবং (৩) ডিজিটালটেক-এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা স্বরুপ পত্রিকায় প্রতারণার তথ্য/উপাত্ত প্রকাশ, টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রদান করাসহ প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• প্রধান রাজ কর্মকর্তা • আইন কর্মকর্তা • জনসংযোগ কর্মকর্তা
			২। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ বিধি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা তদন্তের ব্যবস্থা একটি কমিটির মাধ্যমে নিতে হবে।	• প্রধান নির্বা কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(১০) বাজেটের জন্য সরকার বা করদাতা সদস্যদের উপর নির্ভরশীলতা কমবে। (১১) রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু, আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর হবে। (১২) রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। (১৩) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর অধিকাংশ এলাকা অভিজাত এলাকা হওয়ায় উন্নত মানের নম্বর প্লেট স্থাপন করার জন্য প্রতিটি নম্বর প্লেট বাবদ ৩৭০/-(তিনশত সত্তর) টাকা নির্ধারণ করা হয়। প্রতি ওয়ার্ডের কাজ ১৫(পনের) দিনের মধ্যে শেষ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত কাজের জন্য নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর তালিকা প্রদান করেননি এবং কাজ শেষ করার কোন তথ্যও প্রদান করেননি। হোল্ডিং গণনা ও নম্বর প্লেট স্থাপন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে পত্র দেয়া হলেও সংশ্লিষ্ট মালিকগণ হাজির না হয়ে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপন করেন। ডিএনসিসি এলাকায় হোল্ডিং জরীপ/গণনা ও নম্বর প্লেট স্থাপন করার কাজের শর্ত ভঙ্গ করায় এবং ডিএনসিসি'র ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করায় (১) প্রত্যাশা সমাজ উন্নয়ন সংঘ (২) সু সমাজ ফাউন্ডেশন ও রেডি (READI) এবং (৩) ডিজিটালটেক-এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা স্বরুপ পত্রিকায় প্রতারণার তথ্য/উপাত্ত প্রকাশ, টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রদান করাসহ প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ বিধি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা তদন্তের ব্যবস্থা একটি কমিটির মাধ্যমে নিতে হবে মর্মে উপস্থিত সকল কাউন্সিলর ঐক্যমত্য পোষণ করেন।		
০৯.	অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আঞ্চলিক কার্যালয়টি ৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-২, সনি সিনেমা হল সংলগ্ন বহুতল বিশিষ্ট ভবনে স্থানান্তর ও অঞ্চল-২ এর বর্তমান আঞ্চলিক কার্যালয়ের স্থানে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন এবং ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রসংগে।	গত ১২/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ২ নম্বর ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার সেকশন-১২, ব্লক-এ পল্লবী, মিরপুর, ঢাকাতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সভাপতিত্বে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আওতাধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় মাননীয় মেয়র প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় অত্র কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর সহ বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় বর্তমানে অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আঞ্চলিক কার্যালয়টি ৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-২ সনি সিনেমা হল সংলগ্ন নির্মাণাধীন ভবনে আগামী ১৮/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে স্থানান্তর করা হবে। এছাড়া বর্তমান অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের স্থানের কম/বেশি ৫৪.০০ কাঠা জমির উপর ২ বেইজমেন্ট সহ ৫ম তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ভবন এবং ৬ষ্ঠ তলা হতে ১৫ তলা পর্যন্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ করার একটি পরিকল্পনা গ্রহনের জন্য মেয়র মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ করার বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা বলেন, বর্তমান অঞ্চল-২ এর অফিসস্থলে জমির পরিমান ৫৪ কাঠা। অফিসের পার্শে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কিছু খালি জায়গা রয়েছে। জায়গাটি নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন অঞ্চল-২ এর উল্টো পার্শে ডিএনসিসি'র প্রায় ১.৫ একর জমি রয়েছে, যা বেদখল হয়ে আছে। জমিটি ডিএনসিসি দখল মুক্ত করতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, আগামী ১৮/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে অঞ্চল-২ এর বর্তমান অফিস স্থানান্তর করা হবে। বর্তমান অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের স্থানের কম/বেশি ৫৪.০০ কাঠা জমির উপর ২ বেইজমেন্ট সহ ৫ম তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ভবন এবং ৬ষ্ঠ তলা হতে ১৫ তলা পর্যন্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ করার একটি পরিকল্পনা দ্রুত গ্রহণ করা প্রয়োজন।	১। আগামী ২ মাসের মধ্যে অঞ্চল-২ এর বর্তমান অফিস সংলগ্ন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের জমি ডিএনসিসি বরাবর হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের জমি ডিএনসিসি বরাবর হস্তান্তর করলে সম্পূর্ন জমির উপর প্রকল্প গ্রহণ করা হবে; অন্যথায় বর্তমান অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের স্থানের কম/বেশি ৫৪.০০ কাঠা জমির উপর ২ বেইজমেন্ট সহ ৫ম তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ভবন এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের উচ্চতা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৬ষ্ঠ তলা হতে ১৫ তলা পর্যন্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ করতে হবে। ৩। ডিএনসিসি'র অঞ্চল-২ এর উল্টো পার্শের বেদখল হওয়া জমি পবিত্র রমজান মাসের পর দ্রুততম সময়ে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরের সংযোগিতায় উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর • প্রধান প্রকৌশলী • প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা • সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সভাপতি বলেন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের জমি ২ মাসের মধ্যে নিতে পারলে সম্পূর্ণ জমিরি উপর নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, তা নাহলে বর্তমান অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের স্থানের কম/বেশি ৫৪.০০ কাঠা জমির উপর ২ বেইজমেন্ট সহ ৫ম তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ভবন এবং ৬ষ্ঠ তলা হতে ১৫ তলা পর্যন্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ করা যায় তিনি একই সাথে অঞ্চল-২ এর উল্টো পার্শের ১.৫ একর জমি সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর এর সহযোগিতায় পবিত্র রমজান মাসের পর দ্রুততম সময়ে উচ্ছেদ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতির এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।		
১০.	মোটর সাইকেল বরাদ্দ নীতিমালা প্রসঙ্গে	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত ও অফিসিয়াল কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরিবহন বিভাগ থেকে একটি মোটর সাইকেল বরাদ্দের নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে। মোটর সাইকেল বরাদ্দ এর নিম্নরূপ নীতিমালা অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো। মোটরসাইকেল বরাদ্দ নীতিমালাঃ ক) এখন হতে এই নীতিমালার আওতায় ''হায়ার পারচেজ'' ভিত্তিতে কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বরাবর মোটর সাইকেল বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। খ) কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগন যারা চাকুরীতে নিয়মিত হয়েছেন এবং যারা যথারীতি প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অন্যান্য ফান্ড কর্পোরেশন তহবিলে জমা রাখেন কেবল তাঁরাই এই নীতিমালার আওতায় মোটর সাইকেল বরাদ্দ পাবেন। তবে বরাদ্দ পেতে ইচ্ছুক কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্পোরেশনের সাথে পূর্বের কোন ঋণ/দেনায় আবদ্ধ কিংবা জড়িত থাকলে তাঁকে মোটর সাইকেল বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না অথবা কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ''হায়ার পারচেজ'' ভিত্তিতে মোটর সাইকেল বরাদ্দ নেয়ার পর কর্পোরেশন থেকে অন্য কোন প্রকার ঋণ নিতে পারবেন না। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা এ বিষয়টি অবশ্যই নিশ্চিত করবেন। গ) কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ ৩(তিন) বার ''হায়ার পারচেজ'' ভিত্তিতে মোটর সাইকেল বরাদ্দ নিতে পারবেন। ঘ) বরাদ্দকৃত মোটর সাইকেলের মূল্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে অনধিক ১২০(একশত বিশ) কিস্তিতে কর্তন করে রাখার ব্যবস্থা থাকবে। তবে বরাদ্দ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাসিক কিস্তির সংখ্যা কমানো যাবে। ঙ) কোন প্রকার চাকুরীচ্যুতি, দুর্ঘটনা কিংবা সাধারন মৃত্যু ঘটিলে, চাকুরী ত্যাগ করলে অথবা মোটর সাইকেল চুরি/হারিয়ে গেলে মোটর সাইকেলের মূল্য বাবদ অপরিশোধিত/অনাদায়ী অর্থ যে কোন সময় কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রভিডেন্ট ফান্ড, আনুতোষিক ও অন্যান্য ফান্ড/পাওনা হতে কর্তন করে রাখবে। চ) মোটর সাইকেল বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যারা কর্পোরেশন হতে জ্বালানী বরাদ্দ পাবেন তাঁদেরকে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হবে না। ছ) মোটর সাইকেল বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ স্ব-উদ্যোগে বরাদ্দকৃত মোটর সাইকেলের রেজিষ্ট্রেশন, লাইসেপ, ইনসিওরেন্স ইত্যাদি কার্যাদি সম্পন্ন করবেন এবং মোটর সাইকেল ব্যবহারকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় মেরামত ব্যয় নিজে বহন করবেন। এতে কর্পোরেশন হতে কোন প্রকার অর্থ প্রদান করা হবে না। জ) TO&E-তে মোটর সাইকেল প্রাধিকারভূক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কেবল কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কর্পোরেশন তহবিল হতে পরিবহন বিভাগের মাধ্যমে নিয়ম মোতাবেক জ্বালানী পাবেন। ঝ) মোটর সাইকেলের মূল্য (সম্পূর্ণ কিস্তি) পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সম্পদ বলে গণ্য	মোটরসাইকেল বরাদ্দ নীতিমালার (খ) অনুচ্ছেদ সংশোধন পূর্বক নীতিমালা অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **সংশোধনীঃ** অনুচ্ছেদ (খ)-কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগন যারা চাকুরীতে নিয়মিত হয়েছেন এবং যারা যথারীতি প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অন্যান্য ফান্ড কর্পোরেশন তহবিলে জমা রাখেন কেবল তাঁরাই এই নীতিমালার আওতায় মোটর সাইকেল বরাদ্দ পাবেন। তবে বরাদ্দ পেতে ইচ্ছুক কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্পোরেশনের সাথে পূর্বের ২ (দুই) এর অধিক কোন ঋণ/দেনায় আবদ্ধ কিংবা জড়িত থাকলে তাঁকে মোটর সাইকেল বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না অথবা কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ''হায়ার পারচেজ'' ভিত্তিতে মোটর সাইকেল বরাদ্দ নেয়ার পরে বা আগে কর্পোরেশন থেকে ২ (দুই) প্রকার ঋণ নিতে পারবেন। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	• মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) • প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা • প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		থাকবে। তবে কর্পোরেশনের পাওনা টাকা পরিশোধের পর বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁর নিজ নামে মোটর সাইকেলটি হস্তান্তর করে নিতে পারবে। ঞ) কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে মোটর সাইকেল বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদন করবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান আবেদনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী মোটর সাইকেল বরাদ্দ পাওয়ার উপযোগী কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত/সুপারিশ প্রদান করতঃ আবেদনটি কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রায়ন করবেন। ট) মোটর সাইকেল বরাদ্দের বিষয়টি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সাচিবিক দপ্তর হতে একটি আদেশ জারী করা হবে। ঠ) সাচিবিক দপ্তর হতে মোটর সাইকেল বরাদ্দ বিষয়ক আদেশ জারীর পর প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা মোটর সাইকেল ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ড) মোটর সাইকেল বরাদ্দ গ্রহীতাকে নিজ খরচে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে ঋণ হিসাবে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তিপত্র (দুই কপি) সম্পাদন করতে হবে। চুক্তি পত্রের জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাম্পের মূল্য সরকারী বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগের বিভাগীয় প্রধান চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন। উল্লেখ্য যে, চুক্তিপত্রে স্বাক্ষী হিসাবে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিভাগীয় প্রধান এবং হিসাব বিভাগের একজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে। ঢ) ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত মোটর সাইকেলের হিসাব প্রতি ছয় মাস অন্তর সাচিবিক দপ্তরের সাধারন প্রশাসন শাখা ও পরিবহন বিভাগে প্রেরন করতে হবে। ণ) সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মোটর সাইকেল বরাদ্দ প্রাপকগণ নিজে এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর ওয়ারিশগণ মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। এর বিরুদ্ধে আইন আদালতে কোন প্রকার ওজর আপত্তি করতে পারবেন না, করলেও তা আইন আদালতে অগ্রাহ্য বলে গণ্য হবে। ত) মোটর সাইকেল বরাদ্দ বিষয়ক চুক্তিপত্রের একটি কপি হিসাব বিভাগে এবং অপর একটি কপি মোটর সাইকেল বরাদ্দ গ্রহীতার নিকট জমা থাকবে। তাছাড়া মোটর সাইকেল বরাদ্দ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিতেও উক্ত চুক্তিপত্রের একটি কপি (প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত) সংরক্ষিত থাকবে। এ বিষয়ে চুক্তিপত্রের কপিটি ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ হতে সাচিবিক দপ্তরে প্রেরনের ব্যবস্থা করতে হবে। থ) প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর মোটর সাইকেল বরাদ্দ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগন স্ব-স্ব বিভাগীয় প্রধানের নিকট পরিদর্শনের নিমিত্ত মোটর সাইকেল হাজির করবেন এবং বিভাগীয় প্রধানগণ একটি পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরী করতঃ হিসাব বিভাগ, সাচিবিক বিভাগ ও পরিবহন বিভাগে প্রেরণ করবেন। দ) মোটর সাইকেল বরাদ্দ প্রাপ্তির পর হতে শাখা প্রধান/বিভাগীয় প্রধান/সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোটর সাইকেল বরাদ্দ প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে কিস্তির টাকা কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা উহা নিশ্চিত করবেন। ধ) কর্পোরেশনের ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য সর্বোচ্চ ১৫০ সিসি এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য সর্বোচ্চ ১২৫ সিসি ক্যাপাসিটির মোটর সাইকেল বরাদ্দ দেয়া হবে। তবে কেউ ব্যাটারী চালিত মোটর সাইকেল নিতে ইচ্ছুক হলে তাঁকে ব্যাটারী চালিত মোটর সাইকেল বরাদ্দ দেয়া হবে। সেক্ষেত্রে ব্যাটারী চালিত মোটর সাইকেলের মূল্য প্রযোজ্য ভেদে ১৫০ সিসি ও ১২৫ সিসি ক্যাপাসিটির মোটর সাইকেলের মূল্যসীমা অতিক্রম করা যাবে না। ন) মোটর সাইকেল সরবরাহের জন্য একটি বাজেট থাকতে		

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		হবে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, মোটর সাইকেল এর জন্য ঋনসহ একজন কর্মচারী কর্পোরেশন থেকে সর্বমোট ৩ (তিন) টি ঋন নিতে পারবেন। "কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর যে কোন ২টি ঋন থাকলে তাকে মোটর সাইকেল বরাদ্দ প্রদান করা যাবে অর্থাৎ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে কর্পোরেশনের ২ এর অধিক ঋন থাকলে ঐ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মোটর সাইকেল এর ঋন প্রদান করা যাবে না" কিন্তু নীতিমালার (খ) অনুচ্ছেদ-এ "বরাদ্দ পেতে ইচ্ছুক কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্পোরেশনের সাথে পূর্বের কোন ঋণ/দেনায় আবদ্ধ কিংবা জড়িত থাকলে তাঁকে মোটর সাইকেল বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না অথবা কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ''হায়ার পারচেজ'' ভিত্তিতে মোটর সাইকেল বরাদ্দ নেয়ার পর কর্পোরেশন থেকে অন্য কোন প্রকার ঋণ নিতে পারবেন না" উল্লেখ রয়েছে। এই অংশ টুকু পরিবর্তন করে মোটর সাইকেল বরাদ্দ নীতিমালা অনুমোদন করার জন্য সুপারিশ করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার প্রস্তাবিত সংশোধন পূর্বক মোটর সাইকেল বরাদ্দ নীতিমালা অনুমোদন করার বিষয়ে উপস্থিত সকল কাউন্সিলর ঐক্যমত্য পোষণ করেন করেন।		
১১.	PWCSP দের মাধ্যমে বাসাবাড়ী থেকে গৃহস্থলী বর্জ্য সংগ্রহের সেবা মূল্য পুনঃ নির্ধারণ প্রসঙ্গে।	ডিএনসিসি'র অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত বাসাবাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ডিএনসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে অনুমতি গ্রহণ করে সেবা প্রদান করে আসছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সেবা মূল্য যাতে মাত্রাতিরিক্ত না হয় তজ্জন্য ০৯/০৪/২০০৯ তারিখের ২৫৭/সিডি/০৯/৪১৮/প্রঃবিঃ(১৭০) মূলে জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সেবামূল্য বাসা-বাড়ী প্রতি (Per House Hold) ৩০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। উক্তরূপ নির্ধারনের পর অদ্যাবধি ধার্যকৃত দর হালনাগাদ করা হয়নি। PWCSP দের নিয়ে গড়ে ওঠা সমিতি এই দর পুনঃ নির্ধারনের জন্য আবেদন করেছেন। বর্তমানে দেখা যায় বাসাবাড়ীর উৎপন্ন বর্জ্যের ধরন/পরিমান, বাসাবাড়ীর অর্থ সামাজিক অবস্থান, বাসাবাড়ী থেকে ডিএনসিসি'র এসটিসিএসের দূরত্ব ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনা করে দায়িত্ব প্রাপ্ত PWCSP তাদের সেবা মূল্য নির্ধারন করে থাকে। অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে PWCSP রা তাদের সেবামূল্য মাত্রাতিরিক্ত হারে আদায় করছে। বর্ণিত অবস্থা হতে উত্তোরনের লক্ষে PWCSP দের সেবামূল্য ৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা নির্ধারণ করার অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো। এলাকা ভিত্তিক সেবা মূল্য নির্ধারণের জন্য মাননীয় মেয়র নির্দেশনা প্রদান করেছেন।	পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সচিব
১২.	২৯ নং এবং ৩০ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরের ওয়ার্ড অফিসে ফগার মেশিন ও কীটনাশক মজুদ রাখা	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তর থেকে ২৯ নং এবং ৩০ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরের ওয়ার্ড অফিসে ফগার মেশিন ও কীটনাশক মজুদ রাখা বিষয়ে জানানো হয় যে, কীটনাশক এবং ফগার মেশিন ওয়ার্ড পর্যায়ে রাখা হলে কাজের গতি নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে, তবে কীটনাশক রাখার ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শুধু ২৯ ও ৩০ নম্বর ওয়ার্ড নয়, যে কোন সম্মানিত কাউন্সিলর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং নিজ দায়িত্বে ওয়ার্ড অফিসে ফগার মেশিন ও কীটনাশক মজুদ রাখতে পারবেন, সেক্ষেত্রে সম্মানিত কাউন্সিলরকে মাননীয় মেয়র বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে মর্মে সভাপতি মত প্রকাশ করেন। উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর এ বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষণ করেন।	সম্মানিত কাউন্সিলরগণের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং নিজ দায়িত্বে ফগার মেশিন ও কীট নাশক মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে সম্মানিত কাউন্সিলরকে মাননীয় মেয়র বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে।	• সকল সম্মানিত কাউন্সিলর • প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা • সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
১৩.	ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ (সংশোধিত আইন ২০১৩) এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয়	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তর থেকে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ (সংশোধিত আইন ২০১৩) বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়ঃ ১. সিটি কর্পোরেশন হতে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গাইড লাইন প্রনয়ণ ও তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা। ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ২০০ গজের মধ্যে তামাকজাত পন্য বিক্রয় বন্ধ করা।	বিষয়টি উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে পরিস্কার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।	• প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	তফসিল (ধারা-৪১) ১.১, ৫ এবং ১১.১ প্রয়োগ প্রসঙ্গে।	৩. ভ্রাম্যমান তামাকজাত দ্রব্য, বিড়ি ও সিগারেট বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা। ৪. তামাক নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশনের আলাদা বাজেট বরাদ্দ করা। সভাপতি আলোচনায় ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ (সংশোধিত আইন ২০১৩) এর বাস্তবায়নে সরকারের অন্যান্য বিভাগসমূহের কার্যপন্থা জানতে চান। পরবর্তীতে বিষয়টি উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে পরিস্কার ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে আলোচ্যসূচি আপাতত স্থগিত করেন।		
১৪.	গুলশান-১ মার্কেট সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত	গুলশান-১ মার্কেট নির্মান সংক্রান্ত চুক্তিটি অবিভক্ত সিটি কর্পোরেশনের সময় সম্পাদিত। এ মার্কেট ভবন নির্মাণে বিভিন্ন সংস্থার ছাড়পত্র না পাওয়ায় এবং দীর্ঘদিনের পুনঃবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে চুক্তিটির কার্যকারিতা প্রতিফলিত হয়নি এবং মার্কেট নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব হয়নি। তাছাড়া নবম জাতীয় সংসদের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪ নং সাব কমিটি এর ১১(৪) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি বাতিল করার সুপারিশ থাকায়; এ বিষয়ে ডিএনসিসি কর্তৃক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়, বর্ণিত মার্কেট সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করার জন্য বোর্ড সভায় আলোচনা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন। যেহেতু গুলশান-১ মার্কেটটি অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য অত্যন্ত বিপদজনক ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং এ বিষয়টি সুরাহা করা অত্যন্ত জরুরী মর্মে মাননীয় মেয়র মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: দরপত্র আহবান : ২৭/০১/২০০৩ চুক্তি সম্পাদন : স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদনের প্রেক্ষেতে গত ২৫.০৯.২০০৬খ্রিঃ তারিখে ডিএনসিসি ও উদ্যোগী সংস্থার সাথে ২৭% ও ৭৩% হারে চুক্তি সম্পাদিত হয় পরবর্তীতে ১৫/১১/২০১০খ্রিঃ তারিখে ডিএনসিসিঃ উদ্যোগী সংস্থার শেয়ারের অনুপাত ৩৭:৬৩ নির্ধারন করে সংশোধিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। নির্মিতব্য তলা : ১৪ তলা জমির পরিমাণ : ৭.৪৭ বিঘা / ২.৩৭ একর। বর্তমান অবস্থা : বাধামুক্ত সাইট হস্তান্তর এখনও সম্পন্ন হয়নি। বিষয়টি নিয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সভাপতিতেব গত ০৪/০৮/২০১৬খ্রিঃ , ২৯/০৯/২০১৬খ্রিঃ তারিখে এবং ১৬/১০/২০১৬খ্রিঃ তারিখে এ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। RFP ডকুমেন্ট এ Land Ownership সিটি কর্পোরেশনের জন্য নির্ধারিত থাকলেও চুক্তিতে তার কোন প্রতিফলন নাই। তাছাড়া উক্ত জায়গাটি শর্তসাপেক্ষে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হতে সিটি কর্পোরেশনকে প্রদান করা হয়েছে। ভবনটি ঝুঁকি পূর্ন ভবন হিসাবে চিহ্নিত রয়েছে। ব্যবসায়ীগন ঝুকির মধ্যে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। সম্প্রতি উক্ত ভবনের কাঁচা অংশে বৈদ্যুতিক লাইন থেকে অগ্নিকান্ড ঘটে, ব্যবসায়ীগন বিপুল পরিমানে আর্থিক ক্ষতির শিকার হন। পরবর্তীতে সিটি কর্পোরেশন থেকে অস্থায়ী সেড নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত সেডে ব্যবসায়ীগন ব্যবসা পরিচালনা করছেন, তবে উক্ত সেড ঝুঁকিমুক্ত নহে। ৯ম জাতীয় সংসদের '' স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির'' ৪নং সাব কমিটির ২২/০৭/২০১৩খ্রিঃ তারিখের ৩য় বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ : সিদ্ধান্ত : ১১ (ঙ): গুলশান-১ এ আধুনিক মার্কেট কাম কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স (সিটি ট্রেড সেন্টার), মোহাম্মদপুর টাউন হল কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, রায়ের বাজার সিটি কর্পোরেশনের পরিত্যক্ত মার্কেটের এবং খালি জায়গায় উদ্যোগী সংস্থার অর্থায়নে বহুতল বিশিষ্ট অত্যাধুনিক বানিজ্যক ভবন নির্মাণ প্রকল্প, মিরপুর-১০ নম্বর এ টাউনহল স্কয়ার নির্মাণ প্রকল্পগুলোতে ডিসিসি'র শেয়ার অনুপাত বাজার মুল্যের তুলনায়	পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সচিব

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>কম হওয়ায় সিভিল এভিয়েশনসহ অন্যান্য সংস্থার ছাড়পত্র না নেওয়ায় এবং বিভিন্ন আইনী জটিলতার কারনে দীর্ঘদিন কাজ শুরু করতে না পারায় প্রকল্পগুলো বাতিল করার সুপারিশ করা হয় (বাস্তবায়নে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ।
পরবর্তীতে ৯ম জাতীয় সংসদের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫১তম বৈঠকে 'ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। বিগত ২২/০৭/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সাব-কমিটির ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো ৯ম জাতীয় সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে আলোচ্য সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত/মতামত সম্পর্কে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হয়নি।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৫.</td><td>ল্যান্ডফিলে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক/ ক্লিনারগণকে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল হতে প্রনোদনা প্রদান প্রসঙ্গে।</td><td>ল্যান্ডফিল ডিএনসিসি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য। ল্যান্ডফিলের কর্মপরিবেশ খুবই রুঢ়। এখানে কাজ করার জন্য কেহ ইচ্ছা পোষণ করে না। নিয়োজিতরা দীর্ঘদিন অবস্থান করতে চায় না। ল্যান্ডফিলের রুঢ় ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে ল্যান্ডফিলের বিরূপ পরিস্থিতিতে কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রনোদনা প্রদান সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। যা বৎসরে দু'টি মূল বেতনের সমান হতে পারে। বর্তমানে কর্মরত ১৫ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের প্রনোদনা প্রদানে বাৎসরিক ৩,২১,২৮০/- (তিন লক্ষ একুশ হাজার দুই শত আশি) টাকা ব্যয় হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রধান বর্জ ব্যবস্থাপন কর্মকর্তা মহোদয় উপস্থাপন করবেন।</td><td>পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>• সচিব</td></tr>
<tr><td>১৬.</td><td>ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তার জমি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তর সংক্রান্ত।</td><td>পূর্ব রামপুরা, স্বাধীনতা সড়ক (সাবেক অগ্নিশীখা), মৌজা-উলুন, ওয়ার্ড নং-২২, জমির পরিমান-(৪৩৪ X ১৪)=৬০৭৬ বর্গফুট (প্রায়) এবং কাগজপত্র যথাযথ আছে। বর্ণিত রাস্তাটি ডিএনসিসি বরাবর হস্তান্তরের জন্য আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো।</td><td>পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>• সচিব</td></tr>
<tr><td>১৭.</td><td>ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে নতুন অর্ন্তভূক্ত ০৮ টি ইউনিয়নকে ৫টি অঞ্চল ও ১৮টি ওয়ার্ডে বিভাজন সংক্রান্ত</td><td>ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে নতুন অর্ন্তভূক্ত ০৮ টি ইউনিয়নকে ৫টি অঞ্চল ও ১৮টি ওয়ার্ডে বিভাজন এর নিমিত্ত গত ১২/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার খসড়া কার্যবিবরণী সংযুক্ত।
সভায় অঞ্চল ও ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভাজনের নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয়ঃ
<table>
<tr><th>নতুন অঞ্চল</th><th>ইউনিয়ন পরিষদের নাম</th><th>বিদ্যমান ওয়ার্ড নম্বর</th><th>নতুন ওয়ার্ড নম্বর</th></tr>
<tr><td rowspan="5">অঞ্চল-১০</td><td rowspan="2">বাড্ডা</td><td>১, ২, ৩, ৪ ও ৫</td><td>৩৭</td></tr>
<tr><td>৬, ৭, ৮ ও ৯</td><td>৩৮</td></tr>
<tr><td>সাতারকুল</td><td>সম্পূর্ণ ইউনিয়ন</td><td>৪১</td></tr>
<tr><td>বেরাইদ</td><td>সম্পূর্ণ ইউনিয়ন</td><td>৪২</td></tr>
<tr><td rowspan="3">অঞ্চল-৯</td><td rowspan="2">ভাটারা</td><td>৬, ৭, ৮ ও ৯</td><td>৩৯</td></tr>
<tr><td>১, ২, ৩, ৪ ও ৫</td><td>৪০</td></tr>
<tr><td>ডুমনি</td><td>সম্পূর্ণ ইউনিয়ন</td><td>৪৩</td></tr>
<tr><td rowspan="3">অঞ্চল-৮</td><td rowspan="3">উত্তখান</td><td>৭, ৮, ৯ ও ২</td><td>৪৪</td></tr>
<tr><td>১ (মাজার রোড এর উত্তর ও দক্ষিণের অংশ)</td><td>৪৫</td></tr>
<tr><td>৩, ৪, ৫ ও ৬</td><td>৪৬</td></tr>
<tr><td rowspan="4">অঞ্চল-৭</td><td rowspan="4">দক্ষিণখান</td><td>৫</td><td>৪৭</td></tr>
<tr><td>১, ৭, ৮ ও ৯</td><td>৪৮</td></tr>
<tr><td>২ ও ৩</td><td>৪৯</td></tr>
<tr><td>৪ ও ৬</td><td>৫০</td></tr>
<tr><td rowspan="4">অঞ্চল-৬</td><td rowspan="4">হরিরামপুর</td><td>৭ (আংশিক)</td><td>৫১</td></tr>
<tr><td>৭ (আংশিক), ৮ ও ৯</td><td>৫২</td></tr>
<tr><td>৪, ৫ ও ৬</td><td>৫৩</td></tr>
<tr><td>১, ২ ও ৩</td><td>৫৪</td></tr>
</table></td><td>পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>• সচিব</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		খসড়া কার্যবিবরণী প্রয়োজনে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন পূর্বক অনুমোদন করার নিমিত্ত সভায় উপস্থাপন করা হলো।		
১৮.	৫৯ বছর উর্ধ্ব স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মীদের মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত "অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি" এর সুপারিশসহ প্রতিবেদন সংক্রান্ত	৫৯ বছর উর্ধ্ব স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মীদের মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত "অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি" এর সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রদান করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ নিম্নরূপঃ (ক) ৫৯ বছর উর্ধ্ব স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মীদের পে-স্কেল ২০১৫ এর সুবিধা প্রদান করার আইনগত সুযোগ নেই। তবে মানবিক বিবেচনায় মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে তাদের প্রত্যেককে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা যেতে পারে। (খ) মাস্টাররোল/নিয়মিত কর্মচারীদের যোগ্য পোষ্যদের চাকরিতে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। সুপারিশসমূহের উপর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সভায় উপস্থাপন করা যায়। সভাপতি বলেন, অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করা যায় এবং আগামী ০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ থেকে ৫৯ বছরের উর্ধ্ব স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের Golden-Handshake এর মাধ্যমে বিদায় জানানো হবে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ঐক্যমত্য পোষন করেন।	অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করত আগামী ০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ থেকে ৫৯ বছরের উর্ধ্ব স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মীদের Golden-Handshake এর মাধ্যমে বিদায় দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• সচিব
১৯.	বিবিধ (১)পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের সহায়তা করণ প্রসঙ্গে।	মাননীয় মেয়র পবিত্র ঈদ উল ফিতর/২০১৬ এর ন্যায় ঈদ উল ফিতর/২০১৭ উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রতিটি কাউন্সিলরের অনুকূলে ১০০০ শাড়ী প্রতিটি শাড়ী ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা হারে ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৩৬ ওয়ার্ডের প্রতিটি ওয়ার্ডে ২৫ টি মসজিদের ইমামকে ২০০০/- (দুই হাজার) এবং মেয়াজ্জেমকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে প্রদান করার প্রস্তাব করেন।	১। পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রত্যেক কাউন্সিলরের অনুকূলে ১০০০ (এক হাজার) শাড়ী প্রতিটি শাড়ী ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা হারে মোট ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে ৪৮ জন কাউন্সিলর এর অনুকূলে সর্বমোট ১,৬৮,০০,০০০/- (এক কোটি আটষট্টি লক্ষ) টাকা মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং শাড়ী বিতরণ শেষে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিকট "মাষ্টাররোল/বিতরণ তালিকা" জমা দিতে হবে। ২। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৩৬ ওয়ার্ডের প্রতিটি ওয়ার্ডে ২৫ টি মসজিদের ইমামকে ২০০০/- (দুই হাজার) এবং মোয়াজ্জিনকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে মোট ২৭,০০,০০০/- (সাতাশ লক্ষ) টাকা মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণের অনুকূলে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং টাকা বিতরণ শেষে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা "মাষ্টাররোল/বিতরণ তালিকা" সংরক্ষণ করবেন।	• সকল সম্মানি কাউন্সিলর • প্রধান হিসা রক্ষণ কর্মকর্তা • সকল আঞ্চলি নির্বাহী কর্মকর্ত

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিবিধ (২) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের "অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি"র ২৭/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের "অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি"র ২৭/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় ৮(আট)টি সুপারিশসহ কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয়েছে (কার্যবিবরণী সংযুক্ত)। বর্ণিত সুপারিশের উপর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলো।	পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সচিব
	বিবিধ (৩) জনসাধারণের চলাচলের স্বার্থে আমিন বাজার ট্রাক টার্মিনালের বাউন্ডারী ওয়াল সংলগ্ন রাস্তার জন্য জমি ছেড়ে বান্ডারি নির্মাণ সংক্রান্ত	জনসাধারণের চলাচলের স্বার্থে আমিন বাজার ট্রাক টার্মিনালের বাউন্ডারী ওয়াল সংলগ্ন রাস্তার জন্য জমি ছেড়ে বাউন্ডারি ও রাস্তা নির্মাণ করার জন্য বর্ণিত এলাকার জনগণ ও ইউনিয়ন পরিষদের Chairman এর কাছ থেকে লিখিতভাবে মেয়র মহোদয়ের নিকট দাবী উত্থাপিত হয়েছে। মানবিক দিক বিবেচনায় একটি বৃহত্তর এলাকার জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে আমিন বাজার ট্রাক টার্মিনালের বাউন্ডারী ওয়াল সংলগ্ন রাস্তার জন্য জমি ছেড়ে বাউন্ডারি ওয়াল ও ডিএনসিসি'র নিজস্ব অর্থে রাস্তা নির্মাণ করা যেতে পারে মর্মে উপস্থিত সকল কাউন্সিলর ঐক্যমত্য পোষণ করেন।	১। জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে আমিন বাজার ট্রাক টার্মিনালের বাউন্ডারী ওয়াল সংলগ্ন রাস্তার জন্য জমি ছেড়ে বান্ডারি নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। জনস্বার্থে ডিএনসিসি নিজস্ব অর্থে পুরো রাস্তাটি নির্মাণ করবে।	• সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর • প্রধান প্রকৌশলী • প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা • সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
	বিবিধ (৪) ডিএনসিসি'র আর্থিক সহযোগিতায় পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ও ঈ-উল-আযহা এর ঈদ জামাতের প্যান্ডেল তৈরী প্রসঙ্গে।	ডিএনসিসি'র আর্থিক সহযোগিতায় পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ও ঈ-উল-আযহা এর ঈদ জামাতের প্যান্ডেল তৈরী প্রসঙ্গে ৭ম কর্পোরেশন সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলঃ ১। প্রতিটি ওয়ার্ডে ৪টির পরিবর্তে ৫টি করে মসজিদ/ঈদগাহে ঈদ উপলক্ষ্যে প্যান্ডেল তৈরী করতে ডিএনসিসি'র আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। ২। প্রতিটি মসজিদ/ঈদগাহে প্যান্ডেল নির্মাণ ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হবে। ৩। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ তার ওয়ার্ডের ঈদের প্যান্ডেল নির্মাণের জন্য যথাসম্ভব সত্বর ৫টি করে মসজিদ/ঈদগাহ এর তালিকা তৈরী করে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে মাননীয় মেয়র বরাবর প্রেরণ করবেন। ৪। সম্মানিত কাউন্সিলরদের তালিকা অনুযায়ী মসজিদ/ঈদগাহের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এর অনুকূলে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, সম্মানিত কাউন্সিলরদের তালিকা অনুযায়ী মসজিদ/ঈদগাহের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এর অনুকূলে আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় অনেক চেক ভাঙ্গানো সম্ভব হচ্ছে না বিধায় বিড়ম্বনা বাড়ছে। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ ঈদ জামাতের প্যান্ডেল নির্মান ব্যয় বাবদ প্রদান ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা সংশ্লিষ্ট ডেকোরেটর এর নামে প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান। সংশ্লিষ্ট ডেকোরেটর এর নামে চেক প্রদান করতে হলে টেন্ডারের মাধ্যমে ঈদ জামাতের প্যান্ডেল নির্মাণ কাজ দিতে হবে, সে ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩টি কোটেশন থাকতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে ভ্যাট বাবদ অর্থ কর্তন করে বিল প্রদান করা হবে মর্মে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মত প্রকাশ করেন।	১। প্রতিটি ওয়ার্ডে গত বছরের ন্যায় ৫টি করে মসজিদ/ঈদগাহে ঈদ উপলক্ষ্যে প্যান্ডেল তৈরী করতে ডিএনসিসি'র আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। ২। প্রতিটি মসজিদ/ঈদগাহে প্যান্ডেল নির্মাণ ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ/অনুদান প্রদান করা হবে। ৩। প্রতিটি অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক টেন্ডারের মাধ্যমে ঈদ জামাতের প্যান্ডেল নির্মানের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এ সংক্রান্ত নথি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পর্যায়ে অনুমোদন/ নিস্পত্তি করতে হবে। ৪। ভ্যাট কর্তন পূর্বক টেন্ডারের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডেকোরেটর এর নামে চেক প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা • সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
	বিবিধ (৫) ১৬তম কর্পোরেশন সভা আয়োজন প্রসঙ্গে	সভার সময় সল্পতার কারণে কার্যপত্রের কয়েকটি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ন আলোচনা করা সম্ভব হয়নি, যা আগামী ১৩/০৬/২০১৭ তারিখ বিকাল ০৩.৩০ টায় রাওয়া ক্লাব, মহাখালীতে ১৬তম কর্পোরেশন সভায় আলোচনা করা হবে মর্মে মাননীয় মেয়র নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল কাউন্সিলর ঐক্যমত্য পোষণ করেন।	আগামী ১৩/০৬/২০১৭ তারিখ বিকাল ০৩.৩০ টায় রাওয়া ক্লাব, মহাখালীতে ১৬তম কর্পোরেশন সভা অনুষ্ঠিত হবে।	• সচিব

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৬/০৬/২০১৭ খ্রিঃ
আনিসুল হক
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি
কর্পোরেশন সভা।

তারিখঃ ০৭/০৬/২০১৭খ্রি.

স্মারক নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.০০৪.১৫ - ৭৪৪

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১) সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ...../সংরক্ষিত আসন নং .....।
২) সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, ওয়ার্ড নং-১৯, সভাপতি, অর্থ ও সংস্থাপন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩) বিভাগীয় প্রধান (সকল) ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৮) অফিস কপি।

০৭/০৬/১৭

(দুলাল কৃষ্ণ সাহা)
সচিব (যুগ্ম-সচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।